মাননীয় চেয়ারম্যানের বক্তব্য

কমিশনের চতুর্থ নিউজলেটার পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পেরে আমি আনন্দিত। গত ২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে নতুন কমিশনের যোগদানের পর থেকে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা দিবে এই নিউজলেটার।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে আমাদের অগ্রাধিকার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন মোকাবেলায় আমাদের কৌশল নির্ধারণে নতুন কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আমি আলোচনা করেছি। নতুন কমিশন প্রথম দিন থেকেই বাংলাদেশে মানবাধিকার সুরক্ষা ও নিশ্চিতকরণে ভূমিকা পালন করছে। মানবাধিকার সুরক্ষা করার জন্য যা ন্যায্য কমিশন তাই করবে। ইতিমধ্যে কমিশন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এগুলি হল: এ বছরের অক্টোবরে রাঙ্গামাটি ও খুলনায় জেলা অফিস স্থাপন, বিষয় ভিত্তিক কমিটির পুনর্গঠন ও এনজিও এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কমিটিতে অন্তর্ভূক্তি, অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং তৃণমূলের অভিযোগকারীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকা। কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য ১৪১ জন জনবল এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ একটি সংশোধিত অরগানোগ্রাম ও নিয়োগ বিধিমালা সম্প্রতি সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পাঠানো হয়েছে। কমিশন ১০০ দিনের বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। এছাড়াও, সদস্য এবং কর্মকর্তাগণের জন্য ৬০ ঘন্টার অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দেশে মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে নতুন কমিশন বদ্ধপরিকর। আমি বিশ্বাস করি, এই নিউজলেটারটি বর্তমান কমিশনের কার্যক্রম, মতামত এবং দর্শনকে জনগনের নিকট পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে, তাদের অধিকার এবং কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করবে। নিউজলেটারটি প্রকাশনায় যাদের অবদান রয়েছে, আমি তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

এই সংখ্যায় যা থাকছে

- ★ নতুন কমিশনের যাত্রা শুরু ০২
- ★ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে নতুন কমিশনের শ্রদ্ধা নিবেদন ০২
- ★ ৪১তম কমিশন সভা অনুষ্ঠিত ০৩
- ★ ৪২তম কমিশন সভা অনুষ্ঠিত ০৩
- ★ আমাদের মানবাধিকার বিষয়ক কর্মসূচি ০৪
- ★ মিডিয়ায় এনএইচআরসিবি ০৫
- ★ পরিদর্শন ০৫
- ★ সেমিনার ০৬
- ★ এনএইচআরসিবি-আইএলও অংশীদারত্ব ০৮

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

নিউজ লেটার

মানবাধিকার সবার জন্য সবখানে সমানভাবে

ঢাকা, আগস্ট ২০১৬, সংখ্যা ৪

সম্পাদকীয়

নিউজলেটারের এ সংখ্যায় থাকছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নতুন কমিশনের পদচারণা এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পর প্রথম ৫/৬ সপ্তাহে তাদের কার্যক্রমের চিত্র। জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকারের নেতৃত্বে গঠিত বিচক্ষণ এবং উপযুক্ত সার্চ কমিটি নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে নতুন কমিশন গঠন করেছে। নতুন কমিশনের চেয়ারম্যান **কাজী রিয়াজুল হক**; সার্বক্ষণিক সদস্য **মো. নজরুল ইসলাম**; অবৈতনিক সদস্যবৃন্দ হলেন- **বেগম নুরুন নাহার ওসমানী; এনামুল হক চৌধুরী; অধ্যাপক আখতার হোসেন; অধ্যাপক মেঘনা গুহ ঠাকুরতা** এবং **বাঞ্ছিতা চাকমা**।

গত ২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে নতুন কমিশন যাত্রা শুরু করে। ইতিমধ্যে, তারা ৪ বার কমিশন মিটিং করেছে; উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নীতি নির্ধারণ করেছে; তাদের লক্ষ্য এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় স্পীকার, মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে; বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদার, নাগরিক সংগঠন, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন এবং অন্যান্য অংশীজনের সাথে মত বিনিময় করেছে; মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সাম্প্রতিক সময়ে বেড়ে যাওয়া উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদের পেক্ষাপটে করণীয় নির্ধারনে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্পাদক এবং সাংবাদিকগণের সাথে এক মতবিনিময় সভারও আয়োজন করেছে।

নতুন কমিশন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এবং আশাবাদী যে তারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবে; নিকট ভবিষ্যতে তাঁরা মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনবে সাধারণ জনগন এ আশাবাদ পোষণ করছে। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন যে কীভাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করবে; যদিও ২০০৯ সালের আইনে তাদেরকে যথেষ্ট ক্ষমতা এবং মর্যাদা দেয়া হয়েছে তথাপি মানবাধিকার কমিশন একটি সুপারিশমূলক সংস্থা যার কোন নির্বাহী ক্ষমতা নাই। তাই, এটা ধারণা করা হয় যে, মানবাধিকার কমিশনকে এর যথাবিহিত সীমানার বাইরে এমন উপায় বের করতে হবে এবং এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং স্পর্শকাতর ঘটনায় কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের এই অনন্য অবস্থানের সাথে সাথে তাদেরকে ধীরে এবং উদ্ভাবনমূলক পদ্ধতিতে এগুতে হবে। কমিশনের আইনের বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাদেরকে মধ্যস্থতা ও সমঝোতার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। সর্বোপরি, সকল সীমাবদ্ধতাকে একনিষ্ঠ ইচ্ছা, অক্লান্ত চেষ্টা এবং অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোর বিজ্ঞ প্রয়োগের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে। আমরা অবশ্যই আশাবাদী যে, তারা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে, নতুন উচ্চতায় পৌছাবে, সর্বজনস্বীকৃত এবং জয়ী হবে।

নতুন কমিশনের যাত্রা শুরু

গত ০২ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মো. নজরুল ইসলামকে নিয়োগদান করেছেন। পূর্বে, তারা উভয়েই সরকারের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কাজী রিয়াজুল হক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন (২০১০-২০১৬)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পাঁচজন অবৈতনিক সদস্যদের নিয়োগদান করেছেন। তাঁরা হলেন নুরুন নাহার ওসমানী, সাবেক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ; এনামুল হক চৌধুরী, সাবেক প্রেস মিনিস্টার, বাংলাদেশ হাইকমিশন, দিল্লী, ভারত; অধ্যাপক আখতার হোসেন, চেয়ারম্যান, লোক-প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সাবেক অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এবং বাঞ্ছিতা চাকমা, সাবেক অধ্যাপক, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে নতুন কমিশনের শ্রদ্ধা নিবেদন-

গত ০৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক, সার্বক্ষণিক সদস্য মো. নজরুল ইসলাম এবং সদস্যবৃন্দ নুরুন নাহার ওসমানী, অধ্যাপক মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক আখতার হোসেন, এনামুল হক চৌধুরী, বাঞ্ছিতা চাকমা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ওই দিন সকালে তাঁরা ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর তাঁরা কিছু সময় নিরবতা পালন করেন এবং জাতির পিতার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করেন।

সন্ধ্যায় জঙ্গিবাদ নিরসনে করণীয় বিষয়ে মাননীয় চেয়ারম্যান গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন।

৪১তম কমিশন সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কার্যালয়ে ৪১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক, সার্বক্ষণিক সদস্য মো. নজরুল ইসলাম এবং সদস্যবৃন্দ নুরুন নাহার ওসমানী, এনামুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক আখতার হোসেন, অধ্যাপক মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, বাঞ্ছিতা চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিষয়ভিত্তিক কমিটিগুলোর পুনর্গঠন করা হয় এবং প্রাথমিকভাবে দুটি জেলায় কার্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও, মিডিয়া, এনজিও সহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে কমিশনের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৪২তম কমিশন সভা অনুষ্ঠিত

গত ২২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক-এর নেতৃত্বে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৪২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, খুব শীঘ্রই রাঙ্গামাটি ও খুলনায় কমিশনের জেলা অফিস স্থাপন করা হবে। সভায় আরো সিদ্ধান্ত হয় স্পর্শকাতর বিষয়ের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য মাননীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সকল সদস্যের সমন্বয়ে একটি পূর্ণকালীন বেঞ্চ এবং সাধারণ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে আরো দুটি বেঞ্চ গঠন করা হবে। ২০১৬ সালে মানবাধিকার বিশেষত জঙ্গিবাদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার প্রয়োগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়াও, অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অভিযোগ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তিতে সহায়ক হবে।

আমাদের মানবাধিকার বিষয়ক কর্মসূচি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বেতন-ভাতা বঞ্চিত চা-বাগান শ্রমিকদের মজুরি নিশ্চিত করেছে

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেছেন, "সিলেটের হবিগঞ্জের বৈকুণ্ঠপুর চা-বাগানের শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।"

বৈকুণ্ঠপুর চা বাগানে মজুরি, রেশন এবং চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যসহ ২৪০০ জন মানুষ আধুনিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। এ অবস্থায় ১৬ সপ্তাহ থাকাকালীণ, তারা ভাত, চা-পাতা, ভর্তা এবং মরিচ খেয়ে জীবন ধারণ করেছে। গত ৬ মাস যাবত ঐ চা-বাগানের একমাত্র হাসপাতালটিও বন্ধ ছিল। এমনকি শ্রমিকদের শিশু সন্তানরা স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিলো।

এমতাবস্থায়, শ্রমিকরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে। কমিশন গুরুত্বের সাথে অভিযোগটি গ্রহণ করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মো. নজরুল ইসলাম এবং সদস্য নুরুন নাহার ওসমানীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ভুক্তভোগী লোকদের সাথে কথা বলে। তাঁরা এই মর্মে প্রতিবেদন পেশ করেন যে, বৈকুণ্ঠপুর চা বাগানে শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। কমিশন এর ভিত্তিতে পুর্ণ-বেঞ্চে শুনানির আয়োজন করে। এতে মালিকপক্ষ যথাসময়ে উপস্থিত হয় এবং কয়েক দফা আলোচনার পর তারা শান্তিপূর্ণভাবে সমঝোতায় পৌছে। তারা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি এবং ভাতা পরিশোধ করবে বলে প্রতিশ্রুতিনামায় স্বাক্ষর করেন। তাৎক্ষণিকভাবে তারা ২ সপ্তাহের বেতন ভাতা পরিশোধ করেন এবং অক্টোবর ২০১৬ এর মধ্যে বাকি পাওনা পরিশোধ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

এছাড়াও, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব স্থায়ীভাবে নিরসনে করণীয় সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত দেয়।

দলিত সম্প্রদায়ের দুই যুবক চাকরি ফিরে পেল

নাগরিক উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অবগত হয় যে, দলিত সম্প্রদায়ের দুই যুবক পুলিশ কনস্টেবল পদের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। তারা দুইজনই সিলেটের মৌলভীবাজারের গাজীপুর চা-বাগানের স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু, তাদের কোন ভূ-সম্পত্তি না থাকায় তাদেরকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়নি।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মনে করে, এটা মানবাধিকার সর্বোপরি সাংবিধানিক অধিকারের লঙ্ঘন। বাংলাদেশে নাগরিক হওয়ার জন্য ভূ-সম্পত্তি থাকতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু এই দুইজন দলিত যুবকের পুলিশ ভেরিফিকেশনে এমনটি বিবেচনা করা হয়নি, বিধায় তারা চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়। এনএইচআরসিবি স্বপ্রণোদিতভাবে অভিযোগটি আমলে নেয় এবং মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং সিলেটের পুলিশ কমিশনারকে নোটিশ প্রদান করে। পুলিশ সুপার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিকট এই মর্মে প্রতিবেদন পাঠান যে, ঢাকাস্থ পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক ওই দুজন যুবকের পুলিশ ভেরিফিকেশন পুনরায় করা হয়েছে এবং তারা চাকরির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

মিডিয়ায় এনএইচআরসিবি

যা ন্যায্য কমিশন তা-ই করবে

কাজী রিয়াজুল হক
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
আমাদের সময়, ০৮ আগস্ট ২০১৬

দলিত সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে বৈষম্য-বিলোপ আইন হওয়া জুরুরি

কাজী রিয়াজুল হক
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
দি ডেইলী স্টার, ১১ আগস্ট ২০১৬

পরিদর্শন

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন

গত ২৩ আগস্ট ২০১৬ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেছে। এ সময় কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বন্দীদের সাথে এবং কারাগারের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন। পরিদর্শন শেষে তিনি গনমাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "কারাগারে বন্দীরা তাদের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদেরকে মানসম্মত খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে না এবং দেরিতে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। কারাগারের অভ্যন্তরে কোন মসজিদ/প্রার্থনা ঘর নেই এবং পানির সংকট রয়েছে। কারাগারে গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সংকট রয়েছে। এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে বন্দীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমরা সরকারের কাছে সুপারিশ করবো।"

তিনি আরো বলেন, "আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলা যাবে না।" কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মো. নজরুল ইসলাম এবং সদস্য নুরুন নাহার ওসমানী এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার পরিদর্শন

গত ৩০ আগস্ট ২০১৬, এনএইচআরসিবি চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক, সদস্য নুরুন নাহার ওসমানী এবং কমিশনের কর্মকর্তাগণ ঢাকার তেজগাঁও-এ অবস্থিত ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার পরিদর্শন করেছেন এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে কথা বলেছেন। পরিদর্শন শেষে মাননীয় চেয়ারম্যান গনমাধ্যমে বক্তব্য রাখেন।

এসময় এনএইচআরসিবি প্রতিনিধিদল জানতে পারে যে, মেডিকেল প্রতিবেদন পেতে দেরি হওয়ায় অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দেরি হয়। মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন যে, সেন্টারে আবাসিক ডাক্তার থাকা দরকার এবং প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা উচিত। তিনি আরো বলেন, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের সেবার মান উন্নত করার জন্য এনএইচআরসিবি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ প্রেরণ করবে। এসময়, মোঃ শরীফ উদ্দীন, পরিচালক; এম. রবিউল ইসলাম এবং জয়দেব চক্রবর্তী, সহকারী পরিচালক এবং ফারহানা সাঈদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনার

জন্মনিবন্ধন বিষয়ক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত সভা

শতভাগ জন্মনিবন্ধন সংক্রান্ত সরকারি কার্যক্রম এবং একে সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেয়া সত্ত্বেও মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ এখনো জন্ম নিবন্ধন করছে না। কিন্তু কেন? এর কারণ নির্ণয় করার জন্য ঘাসফুল শিশু ফোরামের সদস্যবৃন্দ একটি গবেষণা করে এবং রাজধানীর ব্রাক-ইন সেন্টারে গত শনিবার, ২০ আগস্ট ২০১৬ তারিখ আয়োজিত সভায় তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভার সম্মানিত অতিথি ছিলেন নাসিমা বেগম, এনডিসি, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগের রেজিষ্ট্রার জেনারেল এবং ফ্রেড উইটিভিন, জাতীয় পরিচালক, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ।

বক্তব্যে কাজী রিয়াজুল হক, মাননীয় চেয়ারম্যান, এনএইচআরসিবি ঘাসফুল শিশু ফোরামের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফলকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগাবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভা

গত ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় এনএইচআরসিবি-র মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর এক প্রামান্য চিত্র দেখানো হয় এবং কিছু স্বনামধন্য অধ্যাপক এবং সম্মানিত অতিথিদের অংশগ্রহণে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী আবু সাঈদ প্রধান আলোচক হিসেবে অংশ নেন।

নাগরিক উদ্যোগের সাথে বৈঠক

গত ১০ আগস্ট ২০১৬ এনএইচআরসিবি চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক, সার্বক্ষণিক সদস্য মো. নজরুল ইসলাম, সদস্য নুরুন নাহার ওসমানী নাগরিক উদ্যোগের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেনের নেতৃত্বে আসা প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক করেন।

বৈঠকে দলিতদের অধিকার নিশ্চিতকরণে নাগরিক উদ্যোগ ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিষয়ক আলোচনা করা হয়। মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন, "আমাদের সমাজে দলিতদের অধিকার নিশ্চিতকল্পে বৈষম্য বিলোপ আইন পাশ করা জরুরি।"

উইমেন উইথ ডিসএবিলিটিজ এন্ড ডেভেলপমেন্টের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক

গত ১৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে ইউমেন উইথ ডিসএবিলিটিজ এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর (ডব্লিউডিডিএফ) সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিরিন আখতার, চেয়ারপারসন এবং আশরাফুন নাহার মিষ্টি, নির্বাহী পরিচালক এবং ডব্লিউডিডিএফ-এর অন্যান্য সদস্য নবনিযুক্ত কমিশনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য কোটা পদ্ধতি, ফুটপাত, যানবাহন, ব্রীজ, ওভারব্রীজে প্রতিবন্ধীদের প্রবেশগম্যতা, মহিলা বিষয়ক সকল নীতিতে প্রতিবন্ধী নারীদের অন্তর্ভূক্তিসহ তারা বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন।

সেন্টার ফর ডিসএবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত সভা

গত ২৮ আগস্ট ২০১৬ এনএইচআরসিবি চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক সেন্টার ফর ডিসএবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট-এর ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিন-দিনব্যাপি এ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, "প্রতিবন্ধী নারীরা কর্মক্ষেত্রে যৌন হায়রানির শিকার হয় বেশি।"

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন করায় তিনি সরকারের প্রশংসা করেন। সাথে সাথে শুধু আইন প্রণয়ন করে প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা যাবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, যদি কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধীদের কাজ করার জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারতো তবে তারা অক্ষম হয়ে থাকতো না। তাদের প্রতিভাকে স্বীকার করে চাকরির বাজারে তাদেরকে দক্ষ করে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রজব আলী খান, সভাপতি এনএফওডব্লিউডি; অখিল পাল, পরিচালক, সেন্স ইন্টারন্যাশনাল, ভারত; সান্দার স্কট, ইন্টারিম হেড অব প্রোগ্রামস্, লাইট ফর দ্যা ওয়ার্ল্ড। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন- শাহীন আনাম, নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং ইনগার দুরিং, হেড অব প্রোগ্রাম, জিআইজেড।

এনএইচআরসিবি-আইএলও অংশীদারত্ব

বাংলাদেশে শিশু শ্রম: একটি আইনি পর্যালোচনা শীর্ষক কনসাল্টেশন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আইএলও-এর সাথে "কান্ট্রি লেভেল এনগেজমেন্ট এন্ড এসিসটেন্স টু রিডিউস চাইল্ড লেবার ইন ঢাকা" শীর্ষক স্বাক্ষরিত প্রজেক্টের আওতায় গত ১৩ই জুন ২০১৬ "বাংলাদেশে শিশু শ্রম: একটি আইনি পর্যালোচনা" শীর্ষক এক কনসাল্টেশনের আয়োজন করে। এই প্রজেক্টের আওতায় কমিশন আইএলও-এর সহায়তায় "বাংলাদেশে শিশু শ্রম: একটি আইনি পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণা করে। সরকারি কর্মকর্তা, শ্রমিক, নাগরিক সমাজ ও এনজিওদের কাছ থেকে এর ওপর মতামত জানার জন্য এই কনসাল্টেশনের আয়োজন করা হয়।

প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ

- আইএলও কনভেনশন ১৩৮ নম্বর এর রেটিফিকেশন করা প্রয়োজন
- শিশু আইনে অনিয়মিত সেক্টরকেও অন্তর্ভূক্ত করা, হালকা কাজকে সংজ্ঞায়িত করা
- আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বাড়ানো। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান করা
- আইন প্রয়োগের মাধ্যমকে শক্তিশালীকরণ

রাঙ্গামাটি ও খুলনায় এনএইচআরসিবি জেলা অফিসের যাত্রা শুরু

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাঙ্গামাটি ও খুলনায় জেলা কার্যালয় স্থাপন করেছে। কমিশন মনে করে, কার্যালয় দুটির মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে এই দুটি জেলার জনগণের সময়, যাতায়াত খরচ এবং পরিশ্রম কম হবে।

ঠিকানা:

রাঙ্গামাটি : রাজবাড়ী রোড, রাঙ্গামাটি সদর রাঙ্গামাটি- ৪৫০০

খুলনা : এ/৫০, খান টাওয়ার (৭ম তলা), কেডিএ আ/এ, শীববাড়ী মোড়, মজিদ স্মরণী, খুলনা

প্রাপ্ত / প্রক্রিয়াধীন অভিযোগ (মে-আগস্ট ২০১৬)

নিবন্ধিত অভিযোগ ১১৩

নিষ্পত্তি ১৬

আমলযোগ্য ৯৭

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
গুলফেঁশা প্লাজা (১১তম তলা)
৮, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, মগবাজার
ঢাকা- ১২১৭, বাংলাদেশ
হেল্পলাইন: ০২-৯৩৪৭৯৭৯
ই-মেইল: nhrc.bd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.nhrc.org.bd
ওয়েব পোর্টাল: www.nhrc.gov.bd

পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: কাজী রিয়াজুল হক

পৃষ্ঠপোষক
নজরুল ইসলাম
নুরুন নাহার ওসমানী
এনামুল হক চৌধুরী
অধ্যাপক আখতার হোসেন
অধ্যাপক মেঘনা গুহ ঠাকুরতা
বাঞ্ছিতা চাকমা

সম্পাদনা পরিষদ

নির্বাহী সম্পাদক: হিরন্ময় বাড়ৈ

সহকারী নির্বাহী সম্পাদক: ফারহানা সাঈদ